International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No. 10-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.10-17

সাংখ্যের পুরুষ: একটি সমীক্ষা

পরিক্ষীত সিকদার
এম এ দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ববর্ধমান, ভারত

Abstract:
The other of the two co-present co-eternall realities of Samkhy is the purusa, the principal of pure Consciousness. Purusa is the soul, the self, the spirit, the subject, the knower. It is neither body nor senses nor brain nor mind (Manas) nor ego (ahankara) nor intellect (buddhi). Consciousness is regarded as the essence. It is regarded as pure and transcendental consciousness. It is the ultimate knower which is the foundation of all knowledge. It is the pure subject and as such can never become an object of knowledge. It is beyond time and space, beyond change and activity. It is uncaused, eternal and all pervading. It is the indubitable real, the postulate of knowledge, and all doubts anddenials pre-suppose its existence. It is called nistraigunya, udasina,akarta,kevala,madhyastha, saksi, drasta sadaprakashasvarupa,and jnata. Samkhy believes in the plurality of the purushas. According to samkhya system,it is also regarded as the peaceful eternal.

Keyword- purusa, consciousness, knower, pure, plurality

ভূমিকা: বিশ্বপ্রকৃতির আলোচনার দুটি মেরু হলো অচেতন জড় এবং সচেতন আত্মা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের একটি প্রচেষ্টাই ছিল এই উভয় মেরুর মধ্যবর্তী স্থানের বিশ্বজগতের সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা প্রদান করা। ভারতীয় দার্শনিকগণও এই প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছেন। যেমন জৈন দার্শনিকদের মতে আত্মার সত্তা আছে। আত্মা স্বরূপতঃ সর্বজ্ঞ, আনন্দময় ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন- ইহা সগুন, সক্রিয় ও সচেতন দ্রব্য। আত্মা নিত্য দ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম অর্থাৎ স্বধর্ম। সে গুণ ও শক্তির আধার। তবে আত্মা সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন হলেও অবিদ্যার প্রভাবে আত্মা পুদ্গল সমূহকে (জড়ানুকে) আশ্রয় করে ও বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়ে অশেষ দুঃখভোগ করে। জৈনগন মনে করেন যে, মানুষ সম্যকশ্রদ্ধা, জ্ঞান ও চরিত্রবলে পুদ্গালের আবরণ ছিন্ন করেই স্বরূপে প্রকাশমান থাকতে পারে। মুক্তির অবস্থা হলো এক অনাবিল আনন্দের অবস্থা। মুক্ত আত্মা দেহাদি থেকে মুক্ত হলেও সকল পদার্থ জানতে এবং অনন্ত সুখ অনুভব করতে পারে।

আত্মা সমস্ত দেহে পরিব্যপ্ত থাকলেও দেহ এবং আত্মা এক নয়। জৈন মতে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেহেতু প্রতিটি জীবের আত্মিক বিকাশ সমান নয় সেজন্য জৈন মতে আত্মা এক নয় বহু। জৈন মতে বদ্ধ আত্মা অনেক এবং তাদের দুটি শ্রেণী আছে- ত্রস্ বা সচল এবং স্থাবর বা নিশ্চল। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ বায়ুকণার মধ্যেও আত্মা থাকে। এসবের এবং উদ্ভিদের আত্মা হলো স্থাবর। ত্রস্ জীব বা আত্মা আবার চার

প্রকার, যেমন- দুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট (স্পর্শ ও রসনেন্দিয়) ক্রিমি, ঝিনুক প্রভৃতি; তিনইন্দ্রিয় বিশিষ্ট (স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রানেন্দ্রিয়) পিপীলিকা, জোঁক প্রভৃতি; চার ইন্দ্রিয়যুক্ত (স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ ও চক্ষুরিন্দ্রিয়) মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি এবং পাঁচইন্দ্রিয়যুক্ত (স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ, চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়) পশু, মানুষ প্রভৃতি। এই নানাস্তরের জীব বা আত্মার মধ্যে কোন জীবের 'কেবলজ্ঞান' বা পরিপূর্ণ জ্ঞান পরিস্ফুট, কোন জীবের অল্পজ্ঞান পরিস্ফুট, আবার কোন কোন জীবের সব জ্ঞানই অস্ফুট হয়।

ন্যায়-বৈশেষিকগণ আত্মাকে একটি প্রমেয় বস্তু হিসেবে স্বীকার করেছেন। রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণের আধার হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য। আত্মা দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয় আবার বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতো পঞ্চস্কন্ধসমষ্টি নয়। আত্মা একটি স্বতন্ত্র সত্তা। তবে এই আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় , এমন কি চৈতন্যও এর স্বাভাবিক ধর্ম নয়। সে স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। আত্মা সরূপতঃ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। আত্মা অবিদ্যার প্রভাবে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এসে সে নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করেন। এবং অশেষ দুঃখ কষ্ট পায়। অবিদ্যার প্রভাবে আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যজগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয় আর তখনই আত্মা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং আত্মাতে চেতনা বা জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। বিবেকজ্ঞান হলো মুক্তির উপায়। বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে জগতের প্রতি মোহ কেটে গেলে জীব ধারণা ধ্যান- সমাধি বলে মুক্তি সাধন করতে পারে। মুক্তির অবস্থা চির দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা হলেও এটি আনন্দের অবস্থা নয় ,এমন কি মুক্তাবস্থায় আত্মার চৈতন্যও থাকেনা। এটি সুষুপ্তির মত এক অচেতন অবস্থা। সুখ-দুঃখাদি হলো আত্মার অনিত্য গুণ। মুক্তি বা অপবর্গ হচ্ছে ভয়শূণ্য, জরাশূন্য, মৃত্যুশূন্য এক চেতনহীন অবস্থা।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা দুই প্রকার যথা- জীবাত্মা ও পরমাত্মা।পরমাত্মা বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং এক। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ এবং অনেক। তবে উভয় প্রকার আত্মাই বিভু ও নিত্য । আত্মার কোন জন্ম- মৃত্যু নেই এবং জীব থেকে জীবে সুখ-দুঃখের বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায় বলে ন্যায়বৈশেষিকগণও মনে করেন আত্মা বহু।

মীমাংসা দর্শনেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। মীমাংসকগনও ন্যায় বৈশেষিকদের মতো মনে করেন যে আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি থেকে এক স্বতন্ত্র সত্তা। প্রভাকর মিশ্রের মতে আত্মা একটি স্বতন্ত্র সনাতন দ্রব্য। সে স্বরূপত নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, এমন কি চৈতন্যও এর স্বাভাবিক ধর্ম নয়; জ্ঞান বা চেতনা আত্মার অনিত্য গুণ। ভাট্ট মীমাংসক মতে আত্মা হলো দ্রব্য। আত্মা স্বপত জড় ও চেতন প্রকৃতির। দ্রব্য রূপে আত্মা হলো জড়, আর জ্ঞাতারূপে আত্মা হলো চেতন। আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই। মীমাংসা মতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে বিভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব যেহেতু রয়েছে তাই আত্মা এক নয় বহু।

অদ্বৈতবেদান্তে মতে আত্মা হলো সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। শংকরাচার্যের মতে আত্মা কোন দ্রব্য নয় বা কোন দ্রব্যের গুণ বা শক্তিও নয়। সে চিন্মাত্র। সে স্বরূপত র্নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ, অসঙ্গ এবং সনাতন। অদ্বৈতবেদান্ত মতে এই বিশুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা আত্মাই একমাত্র সত্য, আর বাকী সব মিথ্যা। অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করে জগৎ রচনা করে।অবিদ্যার প্রভাবেই আত্মা নিজেকে জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলে মনে করে। অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট নানা উপাধি বিশিষ্ট হয়ে এক ব্রহ্ম নানা জীবরূপে প্রতিভাত হয়। ব্যবহারিক দিক থেকে আত্মাকে বহু বলে মনে হলেও পারমার্থিক দিক থেকে এটি এক।

সাংখ্য দর্শনে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিণামী জগতকে ব্যাখ্যার জন্য এক অপরিণামী নিত্য সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। এই সত্তাই আত্মা । সাংখ্যমতে বিশুদ্ধ চৈতন্যই হলো আত্মা। আর এই আত্মার অপর এক নাম হলো জ্ঞ বা পুরুষ। 'পুরি শেতে যঃ সঃ পুরুষ'। দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করেন, তিনিই পুরুষ। নিখিল ব্রহ্মান্ডপুরী যেন একটি শয্যা এবং এটি তিনি যিনি ভোগ করেন তিনি পুরুষ। এই পুরুষ থাকার জন্যই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। সাংখ্যমতে "ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষ"[1] অর্থাৎ পুরুষ কোনো কিছুর কারণ নয়, কোনো কিছুর বিকার বা কার্যও নয়। সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে- "শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্" অর্থাৎ পুরুষ(আত্মা) দেহাদির অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বচতুর্ব্বিংশকের অতিরিক্ত।[2] পুরুষ বা আত্মা দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে পৃথক এক সত্তা। দেহ, মন প্রভৃতি জড় প্রকৃতির হওয়ায়, এরা নিজে প্রকাশিত হতে পারে না, এরা চৈতন্যের আলোতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু চৈতন্য নিজে নিজেকেই প্রকাশ করে তাই সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে, - 'জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ'।[3] সুতরাং আত্মা শরীরাদি থেকে স্বতন্ত্র। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতির মতই অজ ও নিত্য। কিন্তু অন্য সব দিক থেকে পুরুষ প্রকৃতির বিপরীত। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের ১১ নং কারিকায় বলেছেন-

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানম্, তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্।।"[4]

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মহৎ প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য অচেতন ও প্রসবধর্মী। পুরুষ তার বিপরীত। ত্রিগুনত্বাদি ধর্মগুলি চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সাধর্ম্য নয়। ঐগুলি পুরুষের বৈধর্ম্য, কেননা ব্যক্ত ও অব্যক্তের ত্রিগুনত্বাদি ধর্ম পুরুষে কখনও থাকে না। পুরুষ স্বরূপত নিষ্ক্রিয় অপরিনামী। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলেই আত্মা কর্তা, জ্ঞাতা, ও ভোক্তা রূপে প্রতিভাত হয়। আসলে পুরুষ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। পুরুষ চেতন ও অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী হয়। এজন্যই পুরুষ দ্রষ্টাও নয়। পুরুষ হলো সাক্ষী। পুরুষ প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ দর্শন করেও নিষ্ক্রিয় বা অপরিণামী থাকে। পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীন থাকে। সাংখ্য মতে পুরুষের কোন গুণ নেই, পুরুষ নির্গুণ। পুরুষ ত্রিগুনাতীত বা ত্রৈগুন্যাদি বিপরীত স্বভাব হওয়ায় পুরুষের সাক্ষীত্ব, কৈবল্য, মধ্যস্থ্য, অকর্তৃত্ব ও অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। সাংখ্য মতে পুরুষ নিত্যমুক্ত, বন্ধনহীন। বন্ধনভ্রম প্রকৃতির সংসর্গজাত। জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি থেকে আত্মা চিরমুক্ত। এসবই প্রকৃতির সংসর্গজাত ভ্রম। অজ্ঞানবশত আত্মা প্রকৃতির পরিণাম। চিত্তের বিকার বা চিত্তবৃত্তিকে নিজের বিকার বলে অনুভব করে। চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার বলে মনে করাই বন্ধনদশা। আত্মার বন্ধনদশাই জীব। জীবের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, সুখ দুঃখ আছে। জীবই জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা। জীবের বন্ধন হয়, মুক্তি হয়। আত্মার বন্ধন নেই। আত্মা চিরমুক্ত।

---

[1] ভট্টাচার্য রজত (অনুবাদ), ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা ও বাচস্পতি মিশ্র রচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড), (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৬) ১৮।

[2] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬২।

[3] চৌধুরী শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র), কলিকাতা, ২৫৫।

[4] গোস্বামী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৬) ১১৭।

আত্মা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন বিবাদ নেই। সাধারণভাবে কোন বিবাদ না থাকার জন্য তার সাধন প্রতীক্ষাও থাকবে না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধর্ম্ম। অর্থাৎ সাধারণতঃ ধর্ম্ম কারো কোন বিবাদ নেই, কিন্তু বিশেষভাবে আছে। একজন যাকে ধর্ম্ম বলবেন, অপরজন তাকে ধর্ম্ম না বলে অন্যকে ধর্ম্ম বলবেন। এখানে ধর্ম্মসম্ভাব প্রমাণ সাপেক্ষ হচ্ছে না, কিন্তু ধর্ম্মর বিশেষভাবই প্রমান-সাপেক্ষ হয়ে থাকে। এইরকম জগৎ-করণের বিশেষভাবই প্রমাণ-সাপেক্ষ। কিন্তু সামান্যভাব সর্ব্বসম্মত বলে প্রমাণের অপেক্ষা নেই। সেইরূপ আত্মার ভোক্তৃরূপ অহং-পদার্থে কারও বিবাদ নেই। কিন্তু দেহাদিব্যতিরিক্তত্ব বিশেষ ধর্ম্মে বিবাদ আছে বলে প্রমাণের প্রয়োজন হয়। তাই সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে-"সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবৎ ন সাধনম্"-১/১৩৮।[5]

সাংখ্য মতে আত্মার অবিদ্যমানতার সাধন নেই অর্থাৎ প্রমাণ নেই। প্রমাণ না থাকার কারণে আত্মা আছে, তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। তাই সাংখ্যসূত্রে বলা হয়েছে- 'অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ'৬/১।[6] চৈতন্যকে অস্বীকার করা কারও দ্বারা সম্ভব নয়। একে অস্বীকার করলেও স্বীকার করতে হয়। আত্মা যে আছে সেই বিষয়ে কোন বিবাদ নেই এবং একে প্রমাণ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। একে স্বীকার না করে প্রমাণ করাও যায় না। সর্বজন অনুভবের দ্বারা আত্মার সত্তা সিদ্ধ হয়। সাংখ্য মতে পুরুষ অনুমানপ্রমাণ সিদ্ধ। এখানে অনুমান করা হয় যে "পুরুষঃ ন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ যোগ্যঃ রূপাদিশূন্যত্বাৎ"। পুরুষ রূপরসাদিশূন্য কারণ সে চেতন। পুরুষঃ রূপাদিশূন্যঃ চেতন্বাৎ। সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্ণীত হতে পারেনা, অর্থাৎ পুরুষের অস্তিত্ব সাধনের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমান হতে পারেনা। তাই অনুমানের সাহায্যে পুরুষের অস্তিত্বের সিদ্ধ করা হয়।[7]পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে মহর্ষি কপিল সংখ্যসূত্রে যে যুক্তিগুলি দেন তাহলে-

প্রথম যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-"শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।।১/১৩৯।[8] অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা হলো দিহাদির অতিরিক্ত, তিনি প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বচতুর্ব্বিংশকের অতিরিক্ত।

দ্বিতীয় যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-"সংহতপরার্থত্বাৎ'১/১৪০।[9] প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুমাত্রই সংহত, এবং যা সংহত, তাই পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগ্য। এখানে পর বলতে পুরুষকেই অনুমান করতে হবে। কারণ প্রকৃতি থেকে আরম্ভকরে সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক বলে সংহত আর সংহত পদার্থই পরার্থ। কিন্তু এখানে আত্মা বা পুরুষ তদতিরিক্ত। অতএব পরশব্দে আত্মা বা পুরুষেরই উপলব্ধি হয়।

তৃতীয় যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-'ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ '১/১৪১।[10] অর্থাৎ গুণ সকল অচেতন ধর্ম আর পুরুষ চেতন ধর্ম ; এর দ্বারাও পুরুষের পার্থক্য জানা যায়। অথবা সুখ ,

---

[5] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬২।

[6] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৭৯।

[7] ভট্টাচার্য বিধুভূষণ (সপ্ততীর্থ), সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক) ২২৯।

[8] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬২।

[9] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬৩।

[10] চৌধুরী শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),কলিকাতা, ২৬।

দুঃখ প্রভৃতি গুণত্রয়ের ধর্ম থেকে তার ভোক্তা পুরুষ অবশ্যই ভিন্ন হবে, কেননা সুখ স্বয়ং সুখের ভোগ করতে পারেনা।

চতুর্থ যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-"অধিষ্ঠানাচ্চেতি"১/১৪২।[11] অর্থাৎ যিনি ভোক্তা, ভোগ্যদেহে তিনি অধিষ্ঠিত বলে স্বীকার করতে হবে। এই অধিষ্ঠানের দ্বারাও তাঁকে দেহ থেকে পৃথক বলে জানা যায়।

পঞ্চম যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন- "ভোক্তৃভাবাৎ"১/১৪৩[12] অর্থাৎ পৃথক পুরুষ থাকার প্রতি ভোক্তৃভাবও (ভোক্তৃত্ব) অন্যতম কারণ। অর্থাৎ ভোক্তা একজন মাত্র,আর সমস্তই তার ভোগ্য।

ষষ্ঠ যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-"কৈবল্যাথং প্রবৃত্তেশ্চ"১/১৪৪।[13] অর্থাৎ জীবের কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তি থাকা দেখা যায়, পুরুষ দেহ থেকে পৃথক না হলে, এই প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব হয় না; সুতরাং দেহাতিরিক্ত পুরুষ আছেন, তা অনুমানসিদ্ধ।

সপ্তম যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-"জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ"১/১৪৫।[14] অর্থাৎ জড়েরই প্রকাশ নাই, কিন্তু পুরুষ জড় নয় ; সুতরাং তা প্রকাশ। বৈশেষিকেরা আত্মাকে অপ্রকাশস্বভাব জড় বলে থাকেন এবং মনের সাথে সংযোগবশত: তাতে জ্ঞান নামক প্রকাশ উৎপন্ন হয় বলে মনে করেন। কিন্তু কপিলের মতে জড়ের প্রকাশ অযুক্ত।

অষ্টম যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-'নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা।।'১/১৪৬।[15] অর্থাৎ পুরুষ নির্গুণ (শ্রুতিতেও একথা বলা আছে), অতএব তিনি কোন ধর্ম যুক্ত নয়; তিনি সত্ত্বাদি ধর্ম থেকে অতিরিক্ত। বৈশেষিক মতে জ্ঞান আত্মার গুণ, ফলে তাতে আত্মা ধর্মযোগহেতুক পরিনামী হয়ে পড়ে ও অনির্মোক্ষপত্তি- রূপ দোষ উপস্থিত হয়। তাই সাংখ্যমতে চিৎ(জ্ঞান) আত্মার স্বরূপ,তাঁর ধর্ম নয়।

নবম যুক্তি : মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-"শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎ প্রত্যক্ষবাধাৎ।।"১/১৪৭[16] অর্থাৎ শ্রুতিতে পুরুষের নির্গুণত্ব সিদ্ধ থাকাতে, তা মিথ্যা হতে পারে না, কারণ শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হতে কখনো দেখা যায়নি।

দশম যুক্তি: মহর্ষি কপিল পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যসূত্রে বলেন-' সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্।।'১/১৪৮।[17] অর্থাৎ পুরুষ সুষুপ্ত্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ সুষুপ্তি, জাগ্রত, স্বপ্ন এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ; সুতরাং পুরুষ যে নির্গুণ, তা স্বীকার্য্য। সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয় বুদ্ধির বৃত্তি। আত্মা প্রকাশস্বরূপ বলে বুদ্ধিনিষ্ট ঐ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী-স্বরূপ ; অতএব নির্গুণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধির বিষয়াকার-পরিণামই জাগ্রৎ অবস্থা। সংস্কার দ্বারা বুদ্ধির বিষযকার

---

[11] চৌধুরী শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),কলিকাতা, ২১৬।

[12] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬৩।

[13]চৌধুরী শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),কলিকাতা, ২১৬।

[14] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬৪।

[15] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬৪।

[16] চৌধুরী শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),কলিকাতা, ২১৭।

[17] মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র),উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬৫।

পরিণামই স্বপ্নাবস্থা। স্বগত সুখ- দুঃখ-মহোকারা বুদ্ধিবৃত্তিই সুষুপ্তি অবস্থা। আত্মা বুদ্ধিনিষ্ঠ এই তিন অবস্থারই সাক্ষী বলে প্রকাশস্বরূপ ও নির্লিপ্ত।

অনুমিত্যাত্মক পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণও সাংখ্যকারিকার ১৭নং কারিকায় পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করেছেন –

"সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠিনাৎ।
পরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।।"[18]

অর্থাৎ সংঘাত বস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন করে থাকে। ত্রিগুণ ইত্যাদির বিপরীত কেউ আছে, কোন চেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া জড়বর্গ চলতে পারে না। রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা আছে এবং কেবল বা শুদ্ধ আত্মার ভাব কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টা আছে বলে পুরুষ আছেন -এটাই প্রমাণিত হয়।এই লক্ষ্যনটিকে বিশ্লেষন করলে পুরুষের অস্তিত্বের পক্ষে পাঁচটি হেতু পাওয়া যায়-

প্রথম হেতু: সংঘাত পরার্থত্বাৎ : এই জগতে সংঘাত অর্থাৎ কতকগুলো বস্তুর সমষ্টিকে পরার্থ অর্থাৎ অপরের ভোগের জন্য দেখা যায়। এসব যৌগিক পদার্থের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নেই। যেমন শয্যা, আসন, রথ বা পাদাদি। গৌড় পাদের মতে খাট, চাদর, বালিশ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিসের সমবায়ে যে শয্যা তৈরী করা হয় তা শয়নকারী ব্যক্তির ব্যবহারের বা ভোগের জন্য। তেমনি, পঞ্চভূতের সমন্বয়ে গঠিত এই জগতও অপরের ভোগের জন্যই। বুদ্ধি, অহংকার- সমন্বিত দেহও পুরুষের বা আত্মার ভোগের জন্যই। অতএব বলতে হয় প্রকৃতি এবং কার্যের অতিরিক্ত এমন এক সত্তা রয়েছে যার প্রয়োজন এসব যৌগিক পদার্থ পূরণ করে। আর এই অতিরিক্ত সত্তাই হলেন পুরুষ বা আত্মা।

দ্বিতীয় হেতু: ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ :- পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তিদীপিকায় বলা হয়েছে- ত্রিগুণমবিবেকি বিষয় সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি। অর্থাৎ গুণত্রয় ও অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্মী এবং বাহ্যাকারে অর্থাৎ ব্যক্ত রূপে ও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ স্বরূপে (সাম্যাবস্থায়) যখন থাকে তখন প্রধান ও অবিবেকী প্রভৃতি হয়। যদি এরূপ হয় তবে এর বিপরীত কেউ আছেন বলে ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম্য বলা হয়েছে। সুতরাং বলতে হয় এই বিপরীতই হলো পুরুষ।[19]

তৃতীয় হেতু: অধিষ্ঠানাৎ :- সাংখ্য মতে প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতি প্রকৃতির পরিনাম যদি অহেতুক হয় , তাহলে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের অনন্ত প্রকারের তারতম্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। আর তা ব্যাখ্যা করতে হলে ঐসব জড়ের অধিষ্ঠানরূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। জড় কখনো স্বয়ং ক্রিয়াশীল হতে পারে না। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা পুরুষ জড়ে অধিষ্ঠিত হলে জড়সমূহের পরিণাম সম্ভব হয়। বলা যেতেপারে চালকের বা অশ্বের সান্নিধ্যবশত যেমন রথ চলে, ঠিক তেমনি চেতন পুরুষের সান্নিধ্য হলে প্রকৃতির পরিনাম সম্ভব হয়। কাজেই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বা আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই মানতে হয়।[20]

---

[18] গোস্বামী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৬) ১৬৯।

[19] ত্রিপাঠি, শ্রী যদুপতি, যুক্তিদীপিকা, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১১, ২০৯।

[20] গোস্বামী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৬) ১৭৪-১৭৫।

চতুর্থ হেতু : ভোক্তৃ ভাবাৎ :- সাংখ্য মতে ভোক্তা ছাড়া ভোগ্য হতে পারে না বলে ভোগ্য সুখদুঃখ অনুকূল বা প্রতিকূল-রূপে কোন অন্যের দ্বারা (অর্থাৎ সুখাদির বিপরীত তত্ত্বের দ্বারা) অনুভূত হয়। আর সেই বিপরীত তত্ত্বটাই হলো পুরুষ। কারিকায় ভোক্তৃভাব শব্দের দ্বারা ভোগ্য সুখদুঃখ পুরুষে উপলক্ষিত। সুখ-দুঃখ, বুদ্ধি ইত্যাদি পরের অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারেনা, কেননা বুদ্ধ ইত্যাদি নিজেরাই সুখদুঃখমোহাত্মক বলে নিজেরাই নিজেদের বৃত্তি বা ব্যাপার হতে পারে না। ফলে যিনি সুখাদির স্বরূপ নন, তিনিই সুখের অনুকূলনীয় হয় এবং দুঃখের প্রতিকূলনীয় হয়; এবং সেই কারণে তিনিই পুরুষ বা আত্মা।[21]

গৌড়পাদ এবং অন্যদের মতে, বুদ্ধ ইত্যাদি হলো ভোগ্য বা দৃশ্য। দৃশ্য এবং দ্রষ্টা ছাড়া দৃশ্যতা যুক্তিযুক্ত হয় না। কাজেই দ্রষ্টা দৃশ্য বুদ্ধ্যাদির অতিরিক্ত। আর তিনিই হলেন পুরুষ বা আত্মা। ভোক্তৃভাবাৎ মানে দৃশ্যের দ্বারা দ্রষ্টার অনুমান হয়। সুখাদি স্বরূপ বলে পৃথিবাদির মত বুদ্ধ্যাদিও দৃশ্য-অনুমানের সাহায্যে এটা জ্ঞাত হয়।

পঞ্চম হেতু : কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ :- এ জগতে প্রবৃত্তিমান ব্যক্তির কারণ ব্যতিরেকে নিবৃত্তি ঘটতে দেখা যায় না। প্রকৃতি কিংবা প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত বস্তু অচেতন এবং স্বরূপত দুঃখ যুক্ত। আর যা দুঃখ স্বরূপ তার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রশ্নই উঠে না। কাজেই প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র এক সচেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তা না হলে কৈবল্য লাভের চেষ্টার কোনো অর্থই হয় না। আর সেই সচেতন সত্তাই হলো পুরুষ বা আত্মা।

সাংখ্যসম্মত পুরুষকে অনুমানের দ্বারা জানা গেলেও প্রশ্ন হয় পুরুষ কি এক না বহু? উপনিষদে পুরুষকে একও বলা হয়েছে, আবার বহুও বলা হয়েছে। ন্যায়বৈশেষিক, জৈন দর্শনে আত্মা বা পুরুষকে বহুরূপে স্বীকার করা হয়েছে। অনুরুপভাবে সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে বহু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।সাংখ্যসূত্রের **১/১৫৭** সূত্রে পুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'নাদ্বৈতম'। পুরুষ হলো বহু। পুরুষ স্বরূপত সর্বব্যাপী হলেও শরীরভেদে তা পৃথক পৃথক হয়। যেমন শতদীপ একসঙ্গে একটি ঘরে প্রজ্জ্বলিত করলে তারা যেমন পরস্পর পরস্পরের অবিরোধ সম্বন্ধে অবস্থান করে অর্থাৎ কেউ কারোর প্রতিবন্ধক হয় না তেমনি জীবভাবাপন্ন অনেক পুরুষ পরস্পরের অবিরোধ অবস্থান করতে পারে। একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত করা হলে বা নির্বাপিত করা হলে অন্যান্য দীপ যেমন তৎসহ প্রজ্জ্বলিত হয় না বা নির্বাপিত হয় না, তেমনি একটি পুরুষের বন্ধনে বা মুক্তিতে অপর পুরুষের বন্ধন বা মুক্তি হয় না। পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন হওয়ায় একটি পুরুষের সুখ-দুঃখ, শোক-সন্তাপ জন্ম-মরণ প্রভৃতি ভোগ অন্য পুরুষের সুখ-দুঃখ, শোক-সন্তাপ, জন্ম-মরণ ভোগের সহায়ক বা ব্যাঘাত হয় না। ঈশ্বরকৃষ্ণও এই পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে সাংখ্যকারিকার অষ্টাদশ কারিকায় বলেন-

"জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব"।।[22]

---

[21] ভট্টাচার্য রজত(অনুবাদ),ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা ও বাচস্পতি মিশ্র রচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী(প্রথম খন্ড), (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৬) ১৪৪-১৪৫।

[22] গোস্বামী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪০৬) ১৮৪।

অর্থাৎ জন্ম-মরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক পৃথক অস্তিত্বের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে অন্তঃকরণের চেষ্টা বা যত্নের জন্য এবং ত্রিগুণের বিশেষ বা তারতম্যবশত পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

উপসংহার: সাংখ্য আচার্যগনের মতে প্রকৃতির বিপরীতে পুরুষ হলো নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র; সে স্বরূপতঃ কর্তা নয়, জ্ঞাত নয় এমনকি ভোক্তাও নয়। পুরুষ হলো একাকী। পুরুষের কোন পরিণাম , বিকার বা পরিবর্তন নেই। তবে পুরুষ যখন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় তখন এই প্রতিবিম্ব অথবা চৈতন্যের আভাসযুক্ত বুদ্ধি অবিদ্যা প্রভাবে নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। অর্থাৎ নির্বিকার পুরুষের বিকার হলো অবিদ্যাজনিত। আত্মা স্বরূপত নিষ্ক্রিয় সাক্ষী বা দৃষ্টা। প্রকৃতপক্ষে আত্মা হলো উদাসীন।

এইভাবে দেখা যায় যে সাংখ্যের পুরুষ আসলে উপনিষদকর্তৃক নির্দেশিত বিশুদ্ধ আত্মা। এই আত্মার শাশ্বত, নিত্য, অসীম ,অনন্ত। এই আত্মা বা পুরুষ বহু হয়েও এক।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৮ ।
2. চৌধুরী শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র), কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৩৩।
3. ত্রিপাঠি, শ্রী যদুপতি, যুক্তিদীপিকা, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১১।
4. বটব্যাল, উমেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, সাংখ্য-দর্শন, কলকাতা, শ্রী নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৮।
5. বসু, রণদীপম, চার্বাকেতর ভারতীয় দর্শন, ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭ ।
6. বেদান্তচঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, ২০০৭।
7. ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, ২০০৮।
8. ভট্টাচার্য্য, রজত, সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কোলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক ২০১১ ।
9. মুখোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র, সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির,
10. রায়, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ, সাংখ্য- দর্শন, কলকাতা, উদ্বোধন- কার্যালয়, ১৩৩২।
11. স্বামীভাবঘনানন্দ, সাংখ্যকারিকা, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০।